৩৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ভোকেশনাল শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন প্রসঙ্গে

সরকারী অনুমোদনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (ভোকেশনাল শাখা) গত বৎসরের প্রথম পর্যায়ে ১১৪টি বেসরকারী স্কুলের সহিত এস, এস,সি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রম চালু করিয়াছে। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। কারিগরি শিক্ষা ছাড়া বেকার সমস্যা দূর করা এবং দেশকে উন্নয়নের দিকে আগাইয়া নেওয়া যাইবে না। তাই প্রতিটি স্কুলে এই শিক্ষাক্রম আমাদের দেশের জন্য খুব দরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত ষ্টাকিং প্যাটার্ন অনুসারে প্রতিটি স্কুলে ট্রেড ইন্সট্রাক্টর পদে ৪ জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং ১ জন ল্যাব এ্যাসিসট্যান্ট ও ১ জন সাব-এ্যাসিসট্যান্ট পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যাঁহারা ১৯৯৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে কাজে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহারা নিয়মিত বেতন পাইতেছেন। কিন্তু যাহারা তাহার পরে অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে যোগদান করিয়া ছিলেন তাহারা অদ্যাবধি কোন বেতনাদি প্রান নাই। ফলে অর্থকষ্টে তাহাদের মানবেতর জীবন-যাপন করিতে হইতেছে। মাসের পর মাস যদি বেতন না পাই, পেটে যদি ভাত না থাকে তাহা হইলে কিভাবে শিক্ষকতা করিব? তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন, স্বাভাবিক জীবন-যাপন করিতে আমাদের শিক্ষক-কর্মচারীদের অতি সত্বর বকেয়াসহ সমস্ত বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

—মোঃ স্বাধিনুর রহমান, শিবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় শিবগঞ্জ বগুড়া।